আমাদের অর্থ-সম্পদ

এ যাবৎ যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলো আমাদের বিষয়-আসয় ঠিকমত ব্যবহার করবার জন্য শিক্ষা দিয়েছে। আমাদের বিষয়-আসয় হ'ল—আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, ইচ্ছা, অনুভূতি, দেহ, সময় ও সামর্থ। এই সব দিয়ে ঈশ্বর আমাদের এ জগতে পাঠিয়েছেন, সেগুলো ছাড়াও আমাদের আরও বিষয়-আসয় আছে, যেমন—আমাদের অর্থ-সম্পদ বা টাকা-পয়সা। আমাদের এই অর্থ-সম্পদের বিষয়ই এই পাঠে আলোচনা করা হয়েছে।

যে সব অর্থ-সম্পদ ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন, সেগুলো ঠিকমত দেখাশুনা ও পরিচর্যা করা আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। একথা মনে রেখেই এই পাঠে আমাদের এমন কিছু নীতির বিষয় শিক্ষা দেওয়া হোল যেগুলো আমাদের সাহায্য করবে, এগুলোর প্রতি আমাদের সঠিক মনোভাবের বিষয় বলবে ও এমন কতগুলো উপায়ের বিষয় বলবে যার সাহায্যে আমরা আমাদের দায়িত্বগুলো সঠিকভাবে পালন করতে সক্ষম হব।

পাঠের খসড়া ঃ

নীতি নির্ধারণ করা।
- ঈশ্বরের দাবী।
- যীশুর শিক্ষা।
- ঈশ্বরের সন্তানদের উক্তি।

সঠিক মনোভাব রাখা।
- বিশেষ দুটো মন্দ বিষয় থেকে দূরে থাকা।
- বিশেষ দুটো গুণ লাভ করতে পারা।

ঈশ্বরের দানগুলো উপযুক্তভাবে ব্যবহার করা।
- টাকা-পয়সা আয় করা।
- আয়-ব্যয়ের আগাম হিসাব বা বাজেট তৈরী করা।
- ঈশ্বরকে প্রথমে স্থান দেওয়া।
- বুদ্ধি-বিবেচনার সাথে টাকা-পয়সা খরচ করা।

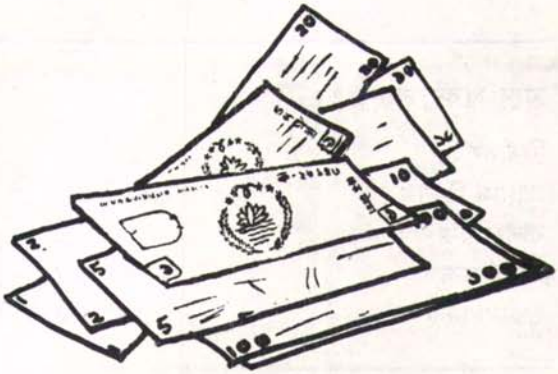

পাঠের লক্ষ্য ঃ

এই পাঠ শেষ করার পর আপনি ঃ

★ অর্থ-সম্পদ ও মানুষ সম্পর্কে যে সব কথা বাইবেলে বলা হয়েছে, সেগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

★ যে সব নীতি খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষকে টাকা-পয়সা আয় করতে, ও সেগুলো ঠিকমত ব্যবহার করতে পরিচালনা করে, সেগুলো নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে পারবেন।

আপনার জন্য কিছু কাজ ঃ

১। এটি একটি ব্যবহারিক পাঠ—অর্থাৎ শুধু পড়ার চেয়ে বিষয়টি বুঝে নিয়ে নিজের জীবনে ব্যবহার করাই হোল আসল লক্ষ্য। আপনার অর্থ-সম্পদ কিভাবে ব্যবহার করবেন, সেই বিষয়ে সাহায্যকারী অনেক উপায় এই পাঠের মধ্যে আছে। পাঠের মধ্যকার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে ভুল করবেন না।

২। যে শব্দের অর্থ জানেন না বই'এর শেষের দিকে 'পরিভাষায়' খোঁজ করুন। পাঠের মধ্যে যে সব পদের উল্লেখ আছে সেগুলো অবশ্যই পড়বেন।

৩। আবার ভালভাবে সমস্ত পাঠটি পড়ুন। পাঠের শেষে দেওয়া পরীক্ষাটি সম্পূর্ণ করে উত্তরের সাথে মিলিয়ে নিন।

মূল শব্দাবলী ঃ

নির্ধারণ	উপনীত
আগাম হিসাব	কোটিপতি
ব্যবহারিক	অজানিত
সামঞ্জস্যপূর্ণ	সর্ব্বশান্ত
তত্বাবধায়ক	আধ্যাত্মিক

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

নীতি নির্ধারণ করা ঃ

লক্ষ্য ১ ঃ অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে বাইবেলের শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কতকগুলো উক্তি ও উদাহরণ খুঁজে বের করতে পারা।

আমরা প্রথম ও দ্বিতীয় পাঠে পড়েছি—ঈশ্বর মালিক আর আমরা তাঁর ধনাধ্যক্ষ। অর্থ-সম্পদের বেলায়ও একই কথা, কেননা যে অর্থ-সম্পদ দেখাশুনা ও ব্যবহার করে, তাকে আমরা একজন ধনাধ্যক্ষ (তত্বাবধায়ক) হিসাবেই গণ্য করে থাকি।

ঈশ্বরের দাবী ঃ

টাকা-পয়সা, জমি-জমা, ঘর-বাড়ী—এগুলোই হোল এ জগতের সম্পদ। আমাদের টাকা-পয়সাকে সোনা রূপো বলা হয়েছে। টাকা পয়সার মূল্য নির্ভর করে সোনা ও রূপোর মূল্যের উপর। আর ঈশ্বর বলেছেন, "রৌপ্য আমারই, স্বর্ণও আমারই" (হগয় ২ ঃ ৮)। সুতরাং এ জগতের আমাদের টাকা-পয়সার মালিকও ঈশ্বর। জায়গাজমির বিষয়ও ঈশ্বর সৃষ্টির শুরুতেই বলেছেন। "পৃথিবী সদাপ্রভুরই" (যাত্রা পুস্তক ৯ ঃ ২৯)। এটা খুবই লক্ষ্যণীয় বিষয় যে লেবীয় ২৫ ঃ ২৩ পদে ইস্রায়েলদের জমিতে অধিকার ঈশ্বরই দিয়েছিলেন, কিন্তু জমির মালিকানা তাঁর কাছেই রেখেছিলেন। তাহলে এখন সহজেই বোঝা যায় যে, জমি-জমায় মানুষের চেয়ে ঈশ্বরের অধিকার কত বেশী।

১। ঈশ্বরের অধিকারের বিষয় আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে জমি-জমার দিকে আমাদের মনোভাব কেমন হওয়া উচিত ? .....

.....

.....

যীশুর শিক্ষা ঃ

প্রভু যীশুর শিক্ষার বেশীর ভাগই মানুষ ও ধন-সম্পদ সম্পর্কে। এর মধ্যে প্রধান শিক্ষা হচ্ছে—

১। এ জগতে নিজেদের জন্য ধন-সম্পত্তি জমা করবে না (মথি ৬ ঃ ১৯, ২১)। ধন-সম্পত্তি জমা করা বোকামী ছাড়া কিছুই নয় (লূক ১২ ঃ ১৬-২১ ; মার্ক ৮ ঃ ৩৬)।

২। আমরা একসাথে ঈশ্বর ও ধন-সম্পত্তি এ দুটোর সেবা করতে পারি না (মথি ৬ ঃ ২৪)।

৩। অভাবীদের সাহায্যের জন্য আমাদের ধন-সম্পত্তি বিনিয়োগ করতে হবে। এভাবে আমরা স্বর্গে নিজেদের জন্য ধন-সম্পদ জমা করতে পারব। (মথি ৬ ঃ ২০ ; ১৯ ঃ ২১ ; লূক ১২ ঃ ৩৩ ; ১৬ ঃ ৯)।

৪। ধনী লোকদের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা খুবই কঠিন (লূক ১৮ ঃ ১৮-২৫)।

এ সব শিক্ষা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি ঃ মানুষ যেভাবে চিন্তা করে সেভাবে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে ধন-সম্পত্তি ব্যবহার করা উচিত। আর এটা খুবই যুক্তিযুক্ত, কারণ মানুষ নয়, কিন্তু ঈশ্বরই সমস্ত ধন-সম্পত্তির মালিক। যীশু তিন চাকরের গল্পে (মথি ২৫ ঃ ১৪-৩০) ; দুষ্ট কর্মচারীর গল্পে (লূক ১৬ ঃ ১-৮) ও একশো দীনারের গল্পে (লূক ১৯ ঃ ১১-২৬)-মধ্য দিয়ে পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়েছেন যে, মানুষ হচ্ছে ধন-সম্পত্তির পরিচর্যাকারী মাত্র। এই তিনটি গল্পের মধ্যে আমরা দেখেছি যে, কর্মচারীরা মনিবের ধন-সম্পত্তি কেবল দেখাশুনা করত—মালিকানা ছিল মনিবদের হাতে।

ঈশ্বরের সন্তানদের উক্তি ঃ

পুরাতন নিয়মের ইতিহাস থেকে আমরা দেখতে পাই যে, দাউদ রাজা হয়েও বুঝতে পেরেছিলেন যে, মানুষ কেবল ধন-সম্পত্তির পরিচর্যাকারী। তিনি বলেছিলেন যে ঈশ্বরই হচ্ছেন সমস্ত ধন-সম্পত্তির প্রকৃত মালিক (১ বংশাবলী ২৯ ঃ ১২, ১৬)। নিজের ও প্রজাদের ধন-সম্পত্তি মিলিয়ে যখন তিনি মন্দির তৈরী করছিলেন, তখন বলেছিলেন যে, এ সকল ঈশ্বরের, তাঁকেই ফিরিয়ে দিলাম (১ বংশাবলী ২৯ ঃ ১৪, ১৬-১৭)।

প্রাথমিক মণ্ডলীর খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা কোন কিছুই নিজেদের বলে দাবী করতেন না (প্রেরিত ৪ ঃ ৩২) তারা যীশুর শিক্ষা অনুসারে তাদের সমস্ত ধন-সম্পত্তি বিক্রী করে এনে অভাবীদের সাহায্য করতেন (প্রেরিত ২ ঃ ৪৫ ; ৪ ঃ ৩৪)।

একই ভাবে প্রেরিত পৌলও বলেছিলেন যে, এ জগতে যে সব জিনিষ ও অর্থ-সম্পদ আমরা ব্যবহার করছি আমরা সেগুলোর মালিক নই, আমাদের কেবল ব্যবহার করবার অধিকার আছে। কেননা "জগতে আমরা তো কিছুই সংগে নিয়ে আসিনি আর জগৎ থেকে কিছুই সংগে নিয়ে যেতে পারব না" (১ তীমথিয় ৬ ঃ ৭)।

২। নীচের উক্তিগুলোর মধ্যে যেটি বাইবেলের শিক্ষা অনুসারে ধন-সম্পদ ব্যবহারের বিষয় বলে সেখানে টিক্ (√) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) অক্লান্ত পরিশ্রম করে শ্যামল অনেক টাকা বানিয়েছে। তার পরিশ্রমের জন্যই এত টাকা। সুতরাং যেমন খুশী তেমনভাবে সে তার টাকা খরচ করতে পারে।

খ) লিলি নিজের টাকা দিয়ে পাড়ার গরীব পরিবারের ছেলেমেয়েদের কাপড় কিনে দেয়।

গ) সমস্ত টাকা তাপস নিরাপদ জায়গায় জমা রাখে। সে ভাবে কয়েক বছর পর তার আরও অনেক টাকা হবে।

ঘ) ষোয়েল পালক হবার জন্য মনস্থির করলো। যদিও সে জানে যে, পালক হলে সে বেশী টাকা আয় করতে পারবে না।

সঠিক মনোভাব রাখা ঃ

লক্ষ্য ২ ঃ অনেকগুলি উক্তি ও উদাহরণের মধ্য থেকে, অর্থ-সম্পদের দিকে আমাদের মনোভাব কেমন হবে, তা স্থির করতে পারা, ও বাইবেলের শিক্ষার সাথে এগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা' বুঝতে পারা।

বিশেষ দুটো মন্দ বিষয় থেকে দূরে থাকা ঃ

লোভ ঃ

যেহেতু লোভ হচ্ছে আরও পাওয়ার জন্য অতৃপ্ত আকাঙ্খা, সেহেতু, লোভ পাপ। কথায় বলে লোভে পাপ—পাপে মৃত্যু। মানুষের পতনের মূল কারণ ছিল লোভ। লোভ-স্বভাব নিয়েই আমরা এ জগতে এসেছি। লোভ এক দুষ্ট ব্যাধি—মানুষ যত পায় আরও তত বেশী চায়। এক-দল সাংবাদিক একবার একজন কোটিপতির ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার নিয়েছিল। এক সাংবাদিক তাকে জিজ্ঞেস করেছিল "আমাদের মনে হয় আপনার জীবনের সমস্ত আশা আকাঙ্খা পূর্ণ হয়েছে। আপনার আর কোন আশা আছে কি? এ প্রশ্নের উত্তরে ঐ কোটিপতি বলেছিলেন "হে যুবক, তুমি জান না, আমার যা আছে, তার চাইতে আরও কিছু বেশী চাই"। এরা হয়ে পড়েছে ধন-সম্পদের দাস। ধন-সম্পদ আমা-দের উপর কি ভয়ানক প্রভুত্বই না করে। তাই যীশু বলেছেন—

"সাবধান! সব রকম লোভের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করুন, কারণ অনেক বিষয়-সম্পত্তি থাকাই মানুষের জীবনের সবচেয়ে দরকারী বিষয় নয়" (লূক ১২ ঃ ১৫)।

লোভের বিষয় বলতে গিয়ে প্রেরিত পৌল খুব দুঃখ করে বলেছেন, লোভ করা প্রতিমা পূজার মত (কলসীয় ৩ ঃ ৫)। লোভকে তিনি জঘন্যতম পাপগুলির একটি বলে দেখিয়েছেন (ইফিষীয় ৫ ঃ ৩-৫)। অন্য জায়গায় তিনি বলেছেন "যারা ধনী হতে চায় তারা নানা পরীক্ষায় এবং ফাঁদে পড়ে" (১ তীমথিয় ৬ ঃ ৯)। এর দ্বারা আমরা বুঝি যে, লোভ কেবল ধনবান লোকদের জন্যই নয়, এটা দরিদ্রদের মধ্যেও সমভাবে বিদ্যমান। লোভ কেবল পাপই নয়, লোভ এমন সব বাজে ও অনিষ্টকর ইচ্ছা মনে জাগিয়ে তোলে, যা লোককে ধ্বংস ও সর্বনাশের তলায় ডুবিয়ে দেয়। একজন বলেছিলেন যে, লোভ এমন পাপ যা কেউ অন্যের কাছে স্বীকার করতে চায়না। এ বিষয় প্রেরিত পৌল স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, সব রকম মন্দের উৎস হচ্ছে টাকা-পয়সার প্রতি অতিরিক্ত ভালবাসা (১ তীমথিয় ৬ ঃ ১০)। তাহলে ভাই ও বোনেরা—আসুন, আমরা প্রতিজ্ঞা করি যে, এখন থেকে অর্থ-সম্পদ নয়, কিন্তু যিনি আমাদের অর্থ-সম্পদ দিয়েছেন, সেই মালিককে সমস্ত মন দিয়ে ভালবাসবো।

৩। যীশু কেন সব রকম লোভের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করবার জন্য আমাদের সাবধান করেছেন?

.....

.....

দুশ্চিন্তা ঃ

দুশ্চিন্তা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। এটি লোভের সংগে সংগে থাকে। কোন কোন সময় একটি অন্যটিকে নিয়ে আসে। যীশু আমাদের এই জগতের ধন-সম্পদ পাওয়ার জন্য অতিরিক্ত আগ্রহ ও চিন্তা-ভাবনা না করবার জন্য অনেকবার বলেছেন। মথি ৬ ঃ ২৫-৩৪ পদে দুশ্চিন্তা না করবার জন্য তিনি তিনটি কারণ দেখিয়েছেন ঃ

১। ঈশ্বর আমাদের দেহ ও জীবন দিয়েছেন। যে কাপড়-চোপড় দিয়ে এই দেহ আমরা ঢাকি ও যে খাবার খেয়ে জীবন রক্ষা করি, এগুলোর চেয়ে জীবন ও দেহ কি অনেক বেশী মূল্যবান নয়? এগুলো যদি ঈশ্বর দিয়ে থাকেন, তাহলে এদের জন্য প্রয়োজনীয় যা কিছু তাও কি তিনি দেবেন না? তিনি কখনই চান না যে, না খেয়ে আমরা মরে যাই বা উলঙ্গ হয়ে বেড়াই। বনের পাখীদের বা মাঠের ফুলের জন্য যখন তিনি তা চান না, তখন আমরা যারা তার ধনাধ্যক্ষ তিনি কি আমাদের জন্য তাই চাইবেন?

২। ঈশ্বর জানেন যে আমাদের খাবার ও কাপড়ের দরকার আছে। এগুলো দেবার জন্য তিনি প্রস্তুত আছেন।

৩। দিনের কষ্ট দিনের জন্য যথেষ্ট। সুতরাং কালকের চিন্তা কালকের উপর ছেড়ে দিতে হবে। সহজভাবে বলতে গেলে—প্রতিদিনইত আমরা যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি সুতরাং আগামী দিনের অজানিত সমস্যাগুলি টেনে এনে এর সংগে যোগ করবার আর প্রয়োজন আছে কি?

প্রেরিত পৌলও বলেছেন যে, কোন বিষয় নিয়ে আমাদের চিন্তা-ভাবনা করা উচিত না, বরং আমাদের সমস্ত চাওয়ার বিষয় ধন্যবাদের সংগে প্রার্থনার দ্বারা ঈশ্বরকে জানাতে হবে (ফিলিপীয় ৪ঃ ৬)। পৌল বিশ্বাস করতেন যে, ঈশ্বরই আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিষ দিয়ে প্রতিপালন করবেন (ফিলিপীয় ৪ঃ ১৯)।

একই কথা প্রেরিত পিতরও আমাদের বলেছেন—"তোমাদের সব চিন্তা-ভাবনার ভার তাঁর উপর ফেলে দাও, কারণ তিনি তোমাদের বিষয়ে চিন্তা করেন" (১ পিতর ৫ঃ ৭)। তাহলে আসুন ধন-সম্পত্তির জন্য নয় বরং যিনি আমাদের প্রয়োজনীয় সব কিছু দিয়ে প্রতিপালন করছেন তাঁর গৌরবের জন্য চিন্তা করি।

আমার জীবনের একটি বাস্তব ঘটনা। প্রায় ১৯ বছর আগের কথা। আমার বিবাহিত জীবনের প্রথম দিকে একদিন আমাদের

ঘরে কোন খাবার ছিলনা। সারাদিন না খেয়ে থেকে শেষে স্থির করলাম-ঈশ্বর যদি চান যে আমরা না খেয়ে মরে যাই-ঠিক আছে, তাঁর ইচ্ছাই মেনে নিলাম (ফিলিপীয় ৪ ঃ ১২)। কিন্তু একটা বিষয় ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না যে, আমাদের এক বছরের বাচ্চা কেন আমাদের সংগে না খেয়ে কষ্ট পাবে? অবশ্য বেশী ক্ষণ এভাবে কাটেনি, কারণ ঈশ্বর দশ দিন আগেই আমাদের খাবারের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। ঐ দিন আমরা এত যথেষ্ট পেলাম যাতে আমাদের প্রায় এক মাসের খাবার হয়ে গেল। বাবা যেমন ছেলেমেয়েদের সব কিছু দিয়ে পালন করেন, আমাদের স্বর্গস্থ পিতা ঈশ্বরও তেমনি প্রয়োজনীয় সব কিছু দিয়ে আমাদের প্রতিপালন করে আসছেন। আপনি কি আর্থিক কষ্টের মধ্যে আছেন? আপনি কি আজকে না খেয়ে আছেন? তিনি আমার জন্য যা করেছেন, আপনার জন্যও তাই করতে পারেন।

৪। কোন কিছুর জন্য আপনি কি খুব চিন্তা-ভাবনা করছেন? আপনার নোট বই'এ আপনার সমস্যার কথা লিখে রাখুন। তারপর প্রার্থনা করতে থাকুন—বিশ্বাস রাখুন যে প্রয়োজনীয় সব কিছু দিয়ে তিনি আপনাকে প্রতিপালন করবেন। তাঁকে বলুন যে আপনার আর কোন চিন্তা-ভাবনা নেই, সবকিছু তাঁর উপর ন্যাস্ত করেছেন। আমাদের চিন্তা-ভাবনাগুলো কেন ঈশ্বরের উপর ন্যাস্ত করতে হবে?

.....

.....

বিশেষ দুটো গুণ লাভ করতে পারা ঃ

পরিতৃপ্তি ঃ

লোভ হচ্ছে আরও পাওয়ার ইচ্ছা কিন্তু পরিতৃপ্তি হচ্ছে কম-বেশী যা কিছু আছে, তাতেই সন্তুষ্ট থাকা (ইব্রীয় ১৩ ঃ ৫)। পরিতৃপ্তি মানে অনেক ধন-সম্পদ চাওয়া নয়, আবার দারিদ্রতায় নিস্পেষিত হওয়াও নয়—বরং যা আছে তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা (হিতোপদেশ ৩০ ঃ ৮-৯)।

মথি ২৫ ঃ ১৫ পদ অনুসারে ঈশ্বর ধনাধ্যক্ষদের ব্যবহারের ক্ষমতা অনুযায়ী অর্থ-সম্পদ দিয়ে থাকেন। তিনি কাউকে কম দেন না। যে ধনাধ্যক্ষরা অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত, প্রভু তাদের আরও বেশী বিষয়ের ভার দেন (মথি ২৫ ঃ ২১)। সুতরাং ঈশ্বর আমাদের যা কিছু দিয়েছেন, তাতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে (১ তীমথিয় ৬ ঃ ৬, ৮), এবং বিশ্বাস রাখতে হবে যে, প্রয়োজন মত তিনি আরও বেশী দেবেন।

একজন খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষকে সব সময় তার 'প্রয়োজন' ও 'বেশী পাবার ইচ্ছা'—এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হবে। আমাদের যা কিছু প্রয়োজন ঈশ্বর সেগুলো আমাদের দিয়ে থাকেন (ফিলিপীয় ৪ ঃ ১৯), কিন্তু আমরা যা কিছু চাই, ঈশ্বর যে আমাদের তার সবই দেবেন, এমন নয় (যাকোব ৪ ঃ ৩)। তিনি আমাদের পালনকর্তা—তিনি জানেন কি কি আমাদের জন্য সবচেয়ে ভাল। সাধারণভাবে বাঁচবার মত ও চলবার মত প্রয়োজনীয় টাকা পয়সা ও জিনিষপত্র যদি আমাদের থাকে তাতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে, এবং তাঁর গৌরব ও প্রশংসা করতে হবে।

দানশীলতা ঃ

দানশীলতা বলতে উদারতা বুঝায়। আরও সহজভাবে বলতে গেলে তা হল অন্যদের দান করার অভ্যাস। দান করা ঈশ্বরের নিজের একটি গুণ (১ তীমথিয় ৬ ঃ ১৭ পদের শেষাংশ); তিনি তাঁর পুত্রকে আমাদের জন্য দান করেছিলেন (যোহন ৩ ঃ ১৬)। লোভ হচ্ছে আরও অধিক পাওয়ার প্রবল ইচ্ছা, দানশীলতা ঠিক তার উল্টো। এটি পরিতৃপ্তির মতই একটি গুণ—যা আছে সেগুলো থেকে অন্যদের নিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা। লোভী লোকেরা নিজেদের জন্য অর্থ-সম্পদ জমা করে কিন্তু দানশীল লোকেরা অন্যদের সাহায্যের জন্য তার অর্থ-সম্পদ দিয়ে দেয় (প্রেরিত ২ ঃ ৪৫ ; ৪ ঃ ৩৪-৩৭)।

দ্বিতীয় পাঠে আমরা পড়েছি—দান করা হোল ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া সম্পদ বিনিয়োগ করা। তাহলে সহজভাবে বলা যায়, দান করা হচ্ছে খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ ধারণার আলোকে আমরা বলতে পারি, কোন লোভী লোক ঈশ্বরের কাছ থেকে অর্থ-সম্পদ পায় ও তা নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করে, আর দানশীল লোক ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেই তা ব্যবহার করে।

ঈশ্বর চান, তাঁর ধনাধ্যক্ষেরা হবে দানশীল। প্রথমে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যেই ধনাধ্যক্ষদের দানশীলতা দেখাতে হবে (যাত্রা পুস্তক ৩৫ ঃ ৫)। খালি হাতে ঈশ্বরের সামনে কারুর যাওয়া উচিত না (দ্বিতীয় বিবরণ ১৬ ঃ ১৬-১৭)।

৫। যে যে উপায়ে আপনি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আপনার দানশীলতা দেখাতে পারেন, সেগুলি আপনার নোট বইয়ে লিখুন।

মরিয়মের দানশীলতা আমাদের জন্য এক লক্ষ্যনীয় উদাহরণ (যোহন ১২ ঃ ৩)। যীশুর জন্য সে খুব দামী উপহার এনেছিল। উপহারটি কত দামী ছিল সেটাই দেখবার বিষয় নয়, কিন্তু প্রভু যীশুর প্রতি তার যে ভালবাসা ছিল সেটা খুবই লক্ষ্যণীয়। যীশু বলেছিলেন, জগতের যে কোন জায়গায় সুখবর প্রচার করা হবে, সেখানে এই স্ত্রী-লোকটির কথা মনে করিয়ে দেবার জন্য তার এই কাজের কথাও বলা হবে।

এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হোল "গরীবেরা কি দানশীল হতে পারে?" হ্যাঁ নিশ্চয় পারে। বাইবেলে এ সম্পর্কে অনেকবার বলা হয়েছে। পুরাতন নিয়মের মধ্যে আমরা দেখতে পাই ঈশ্বরের উদ্দ্যেশ্যে যদি কারো একটি গরু বা একটি মেষ বা একটি ছাগল উৎসর্গ করার সামর্থ না থাকে, তাহলে সে যেন একজোড়া কবুতর বা একজোড়া ঘুঘু উৎসর্গ করে (লেবীয় ১ ঃ ১৪, ৫ ঃ ৭, ১২ ঃ ৮)। যোষেফ ও মরিয়ম খুব গরীব হলেও তাদের এই দায়িত্বটি পালন করতে হয়েছিল (লূক ২ঃ ২৪)।

যে বিধবা মাত্র দুটো পয়সা উৎসর্গ করেছিল, তার কথা ভাবুন (লূক ২১ ঃ ২-৪), যীশু বলেছিলেন, "এই গরীব বিধবা অন্য সকলের চেয়ে অনেক বেশী রাখল" (লূক ২১ ঃ ৩)। এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছেন যে, গরীবরাও দান করতে পারে। ঐ বিধবা খুবই গরীব ছিল কিন্তু তার যা ছিল সবই সে প্রভুকে দিয়েছিল। আরও আমরা দেখতে পাই যে, মাকিদনিয়ার খ্রীষ্টিয়ানেরা খুব গরীব ছিল অথচ তারা খুবই দানশীল ছিল। তারা তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত দান করত (২ করিন্থীয় ৮ ঃ ১-৩)।

৬। এই পাঠে যে বিষয় পড়েছেন, তার সাথে নীচের কোন্ উক্তিগুলোর মিল আছে? টিক্ (✓) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) "গরীবদের পক্ষে লোভী হওয়া সম্ভব নয়"।

খ) "বাইবেলে বলা হয়েছে যে, টাকা-পয়সা সমস্ত পাপের উৎস।"

গ) "যীশু আমাদের এই জগতের ধন-সম্পদ পাওয়ার জন্য বেশী চিন্তা-ভাবনা করতে নিষেধ করেছেন।"

ঘ) "লোভী বা দানশীল হওয়া নির্ভর করে আপনার কি পরিমাণ অর্থ-সম্পদ আছে তার উপর।"

ঙ) গরীবদের পক্ষেও দানশীল হওয়া সম্ভব।"

৭। ৬ নম্বর প্রশ্নের কয়েকটি উক্তির সাথে আপনি একমত হয়েছেন, আর অন্যগুলোর সাথে হননি। উক্তিগুলো আবার ভালভাবে পড়ুন। নীচে একটি ছক দেওয়া হ'ল—আপনি কেন একমত হয়েছেন বা হননি, তার পক্ষে বাইবেল থেকে পদ নির্দেশ করে ছকটি পূরণ করুন। বুঝবার জন্য প্রথমে একটি দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে।

উক্তিগুলো	'একমত' বা 'ভিন্নমত'	বাইবেলের পদ
ক	ভিন্নমত	১ তীমথিয় ৬ ঃ ৯
খ		
গ		
ঘ		
ঙ		

ঈশ্বরের দানগুলো উপযুক্তভাবে ব্যবহার করা ঃ

টাকা-পয়সা আয় করা ঃ

লক্ষ্য ঃ ৩ টাকা-পয়সা আয়ের যে নীতি বাইবেলে দেওয়া আছে, সেই অনুসারে যারা আয় করছে, এমন কয়েকটি উদাহরণ বেছে নিতে পারা।

টাকা-পসয়া আয় করতে বাইবেলের নীতি, কথাটা শুনে কি খুব অবাক লাগছে? কিন্তু এক্ষেত্রে টাকা-পয়সা আয় করা মানে অর্থ-সম্পদের স্তুপ করা বা জমা করা নয়। আমরা টাকা-পয়সা আয় করবো এবং আয়ের উন্নতি সাধনও করবো। যীশুর তিনজন চাকরের গল্পে আমরা দেখতে পাই—যারা মনিবকে লাভ দেখাতে পেরেছিল মনিব তাদের পুরস্কার দিয়েছিলেন, কিন্তু যে পারেনি তাকে শাস্তি পেতে হয়েছিল। সুতরাং আমরা টাকা-পয়সা আয় করবো এবং আয়ের উন্নতিও করবো

কিন্তু অর্থ-সম্পদের স্তূপ করবো না। ঈশ্বরও চান—আমরা যেন টাকা-পয়সা আয় করি, যাতে আমাদের প্রয়োজন মিটিয়ে অভাবীদের সাহায্য করতে পারি ও ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসা করি। টাকা-পয়সা আয় করা খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষতার একটি অংশ।

কিন্তু কেউ হয়ত বলবেন—"অর্থ-সম্পদ কি সমস্ত মন্দের উৎস নয়?" নিশ্চয় না। অনেকে টাকা-পয়সাকে "অন্যায় লাভ" বা "নোংরা জিনিষ" বলেছেন। টাকা-পয়সা আয় করাতো পাপ নয় কিন্তু টাকা-পয়সার প্রতি অতিরিক্ত ভালবাসা এবং মন্দ কাজের জন্য ব্যবহার করলে তা হবে ভীষণ খারাপ ও আমাদের জীবনের জন্য ক্ষতিকর। আমাদের অর্থ-সম্পদ ভাল কাজের জন্য ব্যবহার করলে তাতে আমাদের প্রভুর গৌরব ও প্রশংসাই হবে। সেই অর্থ-সম্পদ এ জগতে হবে আশীর্বাদ স্বরূপ। ঈশ্বরের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে, গরীবদের সাহায্য করতে এবং কারো ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটাতে, এই অর্থ-সম্পদ হবে ব্যবহৃত। এই ধরণের ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে কোন ধনাধ্যক্ষ যদি অর্থ-সম্পদ আয় করেন—তাহলে ঈশ্বর সেই অর্থ-সম্পদ আরও বাড়িয়ে তুলবেন। অব্রাহাম, ইসহাক ও ইয়োব—এরা খুব সৎ প্রকৃতির ও ঈশ্বরভক্ত লোক ছিলেন, ও ঈশ্বর এদের প্রচুর অর্থ-সম্পদ দিয়েছিলেন (আদি পুস্তক ১২ঃ৫, ২৬ঃ ১২-১৩; ইয়োব ১ঃ১-৩; ৪২ঃ১২)। এই সব কিছু থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে পেঁছিতে পারি যে, ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষদের অর্থ-সম্পদ আয় করবার জন্য বিশেষ কতগুলো নীতি থাকা দরকার।

১। **একজন খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষ কাজ করে টাকা আয় করবে।** এটাই হোল টাকা আয় করবার সৎ পথ (ইফিষীয় ৪ঃ২৮; ২ তীমথিয় ২ঃ৫)। প্রেরিত পৌলও আমাদের এ শিক্ষাই দিয়েছেন যে, খ্রীষ্টিয়ান যেন "নিজেদের খাবার নিজেরা জোগাড় করে" (২ থিষলনীকীয় ৩ঃ১২) এবং কেউ যদি কাজ করতে না চায়, তবে সে যেন না খায়" (২ থিষলনীকীয় ৩ঃ১০)। 'কাজ' ও "আয়" করার মধ্যে সম্পর্ক যীশুই নির্ধারণ করে গেছেন। যীশু বলেছেন, যে কাজ করে সে বেতন পাবার যোগ্য (লূক ১০ঃ৭)। কাজ না করে কেউ যদি অলসতায় গা ভাসিয়ে দেয়, তার যা আছে, ঈশ্বর তাও নিয়ে নিতে পারেন (হিতোপদেশ ১৩ঃ৪; ২০ঃ৪; ২৪ঃ৩০-৩৪)।

৮। আপনার অর্থ-সম্পদ কিভাবে ঈশ্বরের আশীর্বাদযুক্ত হতে পারে, আপনার নোট বই'এ লিখুন।

খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষের সব সময় বিচার বিবেচনা করে চলা উচিত—যেমন, যে সকল কাজ করে সে তার আয় উন্নতি করছে, সেগুলো কি ক) তার ভাই, প্রতিবেশী বা অন্যদের ঠকিয়ে ছলনা পূর্বক করছে কিনা, খ) প্রতিবেশী বা অন্যদের জন্য ক্ষতিকর কিনা, উদাহরণ স্বরূপ মদ, বিড়ি-সিগারেট ইত্যাদি বিক্রী করা।

২। **খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষদের অসদ্‌উপায়ে টাকা-পয়সা আয় করা উচিত না।** প্রেরিত পৌল বলেন যে, খ্রীষ্টিয় কার্যকারী বা ধনাধ্যক্ষের যেন টাকা-পয়সার উপর লোভ না থাকে (১ তীমথিয় ৩ ঃ ৩, তীত ১ ঃ ৭)। সুতরাং কোন খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষের নিম্ন লিখিত উপায়ে টাকা আয় করা উচিত না ঃ

ক) **চুরি।** জগতের কোন কোন জায়গায় লোকদের এই ধারণা আছে যে, ধনীদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা জোর করে ছিনিয়ে নেওয়াটা অন্যায় নয় বরং এটা ন্যায় বিচারেরই সামিল। কিন্তু পবিত্র বাইবেলে ন্যায্য চুরি ও অন্যায্য চুরি বলে কোন কথা নাই। (যাত্রা পুস্তক ২০ ঃ ১৫, ইফিষীয় ৪ ঃ ২৮)। অপরের অর্থ গোপনে বা জোর করে যেভাবেই নেওয়া হোক না কেন, সেটাকেই চুরি বলে বলা হয়েছে।

খ) **অসদ্‌ব্যবসা।** ব্যবসায়ীদের ধারণা "ব্যবসা ব্যবসাই।" তাদের কাছে ব্যবসার সাথে সততার কোন সম্পর্ক নেই। ব্যবসার মধ্যে সব কিছুই করা যায়। প্রতিবেশীর সংগে মিথ্যা ছলনা করা, তাদের মতে, ব্যবসারই অংশ বিশেষ।

গ) **জুয়া খেলা।** হামেশাই শোনা যায়—"লটারীর টিকেট নিন-মাত্র দু'টাকায় আপনি দু'লক্ষ টাকা পেতে পারেন," ইত্যাদি। খুব অল্প সময়ের মধ্যে পরিশ্রম ছাড়াই ধনী হওয়ার ইচ্ছা অনেকেই পোষণ করে থাকে। আর বিভিন্ন সংগঠনও মানুষের এই অনুভূতির সুযোগে বিভিন্ন লটারী ও জুয়ার বন্দোবস্ত করে থাকে। জুয়ায় সাধারণতঃ কয়েক-

জন লোক মাত্র লাভবান হয়ে থাকে, আর বেশীর ভাগ হয় সর্ব্বশান্ত। প্রকৃত পক্ষে জুয়া খেলে স্বচ্ছল জীবন যাপন করছে এমন লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন। জুয়া খেলা মানুষ বিভিন্ন রকম মন্দতা এবং লোভ দিয়ে পূর্ণ করে। স্বল্প অর্থ বিনিয়োগ করে প্রচুর লাভবান হওয়ার অসৎ বা ভ্রান্ত নীতির উপর এর ভিত্তি স্থাপিত।

৯। টাকা আয় করতে নীচের কোন্ কোন্ লোক বাইবেলের নির্দেশ পালন করছে, টিক্ (✓) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) সুব্রত বাবুর মাইনে খুব কম, তাই তিনি স্থির করলেন, জুয়া খেলে অনেক টাকা পেয়ে প্রভুর উদ্দেশ্যে বেশী করে দান করবেন।

খ) মিন্টু একটা দোকানে কাজ করে। সোয়া সের লবনের ঠোংগায় এক সের করে বেঁধে রাখবার জন্য মিন্টুকে মালিক কড়া হুকুম দিল, নইলে তার চাক্‌রী চলে যাবে। মিন্টু স্থির করল অন্য কোথাও চাকরী যোগাড় করে এখান থেকে সে চলে যাবে।

গ) গভীর রাতে খোকনের এক বন্ধু এসে বলল পাশের বাড়ীতে বড় বড় মুরগী আছে-চুরি করে এনে তারা খাবে। কিন্তু খোকন চিন্তা করে দেখল যে, অন্যের মুরগী আনা উচিৎ না। তাই সে তার বন্ধুকে সহযোগীতা করল না।

আয়-ব্যয়ের আগাম হিসাব বা বাজেট তৈরী করা ঃ

লক্ষ্য ৪ ঃ এই পাঠের উদাহরণ অনুসারে আয়-ব্যয়ের একটা আগাম হিসাব বা বাজেট তৈরী করতে পারা।

অনেকেই টাকা আয় করে কিন্তু কিভাবে ব্যয় করবে তা ঠিক বুঝতে পারে না। প্রায়ই দেখা যায় যে, আয়ের চেয়ে লোকে ব্যয়ই বেশী করে ফেলে। ফলে তারা অন্যদের কাছে ঋণী হয়ে পড়ে, এবং ঋণ পরিশোধ করতে না পারার জন্য তাদের নানা সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়।

আয়-ব্যয়ের আগাম হিসাব বা বাজেট করা মানে আয়-অনুসারে ব্যয়ের একটি খসড়া তৈরী করা। আয়-ব্যয়ের আগাম হিসাব রাখলে প্রকৃত আর্থিক অবস্থা সহজেই বুঝা যায় যেমন, আয়ের চেয়ে ব্যয় যদি বেশী হয়ে যায় তাহলে ব্যয় কমিয়ে আনতে হবে ইত্যাদি।

একটা কাগজে সাপ্তাহিক বা মাসিক আয় লিখে 'আয়-ব্যয়ের আগাম হিসাবের' বা বাজেট তৈরীর কাজ শুরু করতে হবে। আয়ের অংক লেখার পর—এর ডান দিকে কি কি খাতে ব্যয় করতে হবে তার একটা খসড়া তৈরী করে যোগ করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে আয়ের অংকের চেয়ে ব্যয়ের অংক যেন বেশী না হয়।

শুধু ব্যাখ্যা করে বুঝানোর চেয়ে, নীচে আয়-ব্যয়ের আগাম হিসাব বা বাজেটের একটি খসড়া দেওয়া গেল - ভালভাবে লক্ষ্য করুন। সবার আর্থিক অবস্থা একই রকম নয়। সেদিক থেকে দেখতে গেলে, নীচের তালিকায় যে হিসাব দেওয়া হয়েছে, আপনার বেলায় তা ভিন্ন হতে পারে। যাহোক, এ বিষয়ে শুধুমাত্র একটি বাস্তব ধারণা দেবার জন্যই খসড়াটি দেওয়া হোল।

আয়		ব্যয়	
মাসিক মাহিনা	= ১২৬০ টাকা	দশমাংশ ও উপহার দেওয়া	= ২০০ টাকা
টিউশনি করে আয়	= ৩৫০ টাকা	ঘর-ভাড়া	= ২৫০ টাকা
		লাইটের বিল	= ২০ টাকা
		ছেলে-মেয়েদের স্কুলের বেতন	= ৫০ টাকা
		কাপড়-চোপড়	= ১০০ টাকা
		খাবার ও বাসায় অন্যান্য খরচ	= ৯০০ টাকা
		কাজের মেয়ের বেতন	= ৪০ টাকা
		সঞ্চয়	= ৫০ টাকা
সর্বমোট আয়	= ১৬১০ টাকা	সর্বমোট ব্যয়	= ১৬১০ টাকা

আমাদের দেশে হঠাৎ চাউল, মাছ-তরকারী ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়ে যায়, তাই সেইভাবে আমাদের ব্যয়ের খাতগুলো কমাতে হবে। তা না হলে আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী হয়ে যাবে। মোটা-মুটি কথা হ'ল অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে চলতে হবে। তবে কোন্ খাতে কত খরচ করতে হবে তা যদি শতকরা হারে ঠিক করা থাকে তবে, বাজারে দাম কমা বাড়াতে বাজেট পরিবর্তনের—প্রয়োজন হবে না।

১০। এই উদাহরণটি অনুসরণ করে আপনার নোট বই'এ নিজের আয়-ব্যয়ের আগাম হিসাবের একটি খসড়া তৈরী করুন।

ঈশ্বরকে প্রথমে স্থান দেওয়া ঃ

লক্ষ্য ৫ ঃ মাসিক আয়-ব্যয়ের হিসাব দেওয়া থাকলে তার মধ্যে দশমাংশ কোন্‌টি তা খুঁজে বের করতে পারা।

আপনি হয়ত লক্ষ্য করেছেন যে, 'আয়-ব্যয়ের আগাম হিসাবের' মধ্যে ব্যয়ের খাতগুলোর প্রথমেই দশমাংশ ও উপহার সম্পর্কে বলা হয়েছে। আমাদের প্রথমে ঈশ্বরকে দিতে হবে। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দেওয়া হোল আমাদের প্রথম কর্তব্য। কেননা আমাদের যা কিছু সবই আমরা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি। পবিত্র বাইবেলে ঈশ্বর আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আয়ের একটা অংশ স্থির করে আমরা যেন তাঁর কাজের জন্য দেই। দশমাংশ এবং উপহার বলতে সেই অংশটিই বুঝায়।

দশমাংশ আমাদের যাবতীয় আয়ের দশ ভাগের এক ভাগ। উপহার আপনার আয়ের আরও কিছু অংশ যা আপনি দশমাংশ ছাড়াও প্রভুর উদ্দেশ্যে দান করে থাকেন।

দশমাংশ দেওয়ার উৎপত্তি ও ইতিহাস ঃ

কখন থেকে দশমাংশ দেওয়া শুরু হয়, তা আমরা ঠিকমত জানিনা। অবশ্য আদি পুস্তক ৪ ঃ ৩-৫ পদ থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, কয়িন ও হেবলের সময় থেকেই ঈশ্বরের কাছে কিছু নিবেদন করবার বা উৎসর্গ করবার প্রথা চালু হয়ে আসছে।

অব্রামের সময়েই প্রথম দশমাংশ দেওয়ার উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুতঃ তিনি রাজা মল্কিষেদককে দশমাংশ দিয়েছিলেন (আদি পুস্তক ১৪ ঃ ২০)। ইতিহাস থেকে আমরা প্রমাণ পাই যে, দশমাংশ দেওয়া একটি প্রচলিত প্রথা হিসাবে চলে আসছে। কোন একটি বিশেষ সময়ে বা আনুষ্ঠানিক ভাবে এটি চালু হয়েছে তা নয়। এছাড়া, আরও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, অব্রাহাম যে দেশের লোক ছিলেন, অর্থাৎ কলদীয়দের মধ্যেও দশমাংশ দেয়ার প্রথা চালু ছিল।

আদি পুস্তক ২৮ ঃ ২২ পদে আমরা দেখতে পাই, যাকোব ঈশ্বরের কাছ থেকে যা কিছু পেয়েছিলেন, সেগুলোর দশমাংশ মানত হিসাবে ঈশ্বরকে দিয়েছিলেন। কয়েকশ বছর পর দশমাংশ দেওয়া ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছিল (লেবীয় ২৭ ঃ ৩০-৩২)। সিনয় পর্বতে মোশিকে ঈশ্বর এই আদেশ দেন।

দশমাংশ দেওয়ার প্রথা প্রভু যীশুও মেনে নিয়েছিলেন (মথি ২৩ ঃ ২৩)। দশমাংশ দেওয়ার জন্য তিনি ধর্মিয় নেতাদের তিরস্কার করেননি। তারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ দিয়ে কেবল মাত্র দশমাংশ দিতে আগ্রহ দেখাতো। যীশু পরিস্কারভাবে বলেছিলেন, "আপনারা পুদিনা, মৌরী, আর জিরার দশ ভাগের একভাগ ঈশ্বরকে ঠিকমত দিয়ে থাকেন, কিন্তু ন্যায়, দয়া এবং বিশ্বস্ততা, যা মোশির আইন-কানুনের আরও দরকারী বিষয় তা আপনারা বাদ দিয়েছেন। আগেরগুলো পালন করার সংগে সংগে পরের গুলোও পালন করা আপনাদের উচিত।" অর্থাৎ দশমাংশ দেওয়ার কথা তিনি বলেছেন ও সেই সাথে অন্যান্য দরকারী বিষয়গুলিও পালন করতে বলেছেন।

ব্যবস্থার অনুসারে দশমাংশ তুলতে প্রেরিত পৌল মণ্ডলীগুলোকে নির্দেশ দিয়েছিলেন (১ করিন্থীয় ১৬ ঃ ১-২)। তিনি বলেছিলেন যেন তারা, ক) প্রভুর জন্য কিছু টাকা তুলে রাখে, খ) সপ্তার প্রথম দিনে তুলে রাখে ও গ) তাদের আয় অনুসারে তুলে রাখে (আয় অনুসারে তুলতে হলে দশমাংশই তুলে রাখতে হয়। সুতরাং দশমাংশ দেওয়ার চেয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিয়মিতভাবে দেওয়ার আর কোন সহজ ও ভাল উপায় নেই)।

১১। দশমাংশ দেওয়ার উল্লেখ বাইবেলে কখন প্রথম পাওয়া যায় ?

.....

দশমাংশের পরিমাণ নির্ধারণ ঃ

টাকা না থাকলে ফসল, হাঁস-মুরগী বা ফলও দশমাংশ হিসাবে দেওয়া যায়। পুরাতন নিয়মে ইস্রায়েলরা এভাবে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করত। উদাহরণ স্বরূপ—সারা বছর ধরে কারো পালে যদি ২৭টি ছাগল হয়, তাহলে বছরে ৩টি ছাগল দশমাংশ হিসাবে দিতে হবে।

প্রত্যেককে তাদের আয়ের শতকরা ১০ ভাগ দান করতে হবে। যদি কারো আয় মাসিক মাহিনায় বা ভাতা হিসাবে হয়, তাহলে ১০০০ টাকার দশমাংশ ১০০ টাকা দেবে। এ ছাড়া অন্যভাবেও হয়ত সে আরও কিছু টাকা আয় করছে—তারও দশমাংশ দেওয়া উচিৎ। তাতে তারা হবে এ জগতে ঈশ্বরের আশীর্বাদ স্বরূপ। এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সব সময় আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমরা যদি জমিতে অল্প বীজ বুনি, তাহলে অল্প ফসল পাই ; আর যদি বেশী বীজ বুনি, তাহলে বেশী ফসল পাই (২ করিন্থীয় ৯ ঃ ৬)।

দশমাংশ দেওয়ার ফল ঃ

মালাখি ৩ ঃ ১০ পদে ঈশ্বর আমাদের এই কথাই বলছেন, যারা দশমাংশ দেয় তিনি তাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে দিয়ে থাকেন। যদি কারো সন্দেহ থাকে, ঈশ্বর বলছেন "তোমরা ইহাতে আমার পরীক্ষা কর।" যারা দশমাংশ দেয় দশভাগের নয় ভাগ দিয়ে নিশ্চয় তারা তাদের প্রয়োজন মেটাতে পারবে—তারা এজন্য অন্যদের চাইতে গরীব হয়ে যাবে, তা কখনই না। আপনি আমাকে এমন একজন বিশ্বাসীকে দেখান যে ঠিকমত খাওয়া পরা পাচ্ছেনা, আমি দেখিয়ে দিতে পারব যে, সেই লোক নিশ্চয় দশমাংশ দেন না। বস্তুতঃ যারা দশমাংশ দেয় তারা জানে ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছাড়া দশভাগের চেয়ে বরং ঈশ্বরের আশীর্বাদ সহ দশ ভাগের নয় ভাগ দিয়ে সংসার চালান অনেক সহজ (হিতোপদেশ ৩ ঃ ৯)।

পরিশেষে, এ কথাই বলা যায় যে, ঈশ্বরকে দেওয়ার মনোভাব আমাদের থাকতে হবে। ২ করিন্থীয় ৯ ঃ ৭ পদ পড়ে আমাদের এভাবে দেওয়া উচিৎ, "কেউ যেন মনে দুঃখ নিয়ে না দেয় বা দিতে হবে বলে না দেয়, কারণ যে খুশী মনে দেয়, ঈশ্বর তাকে ভালবাসেন।" অর্থাৎ অসুখী হয়ে যদি আমরা ঈশ্বরকে দেই বা দিতে হয় বলে দেই তাহলে আমরা নিজেদের সাথে প্রতারণা করি মাত্র। অন্যভাবে বলতে গেলে

তা হবে ঈশ্বরের আশীর্বাদ চুরি করা। অপরপক্ষে খুশী মনে আমরা যদি দেই তবে তা হবে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আমাদের প্রেম ও ভক্তি নিবেদন করারই মত। আর ঈশ্বরের পর্যাপ্ত আশীর্বাদের পথও আমাদের জন্য তাতে খোলা থাকবে।

১২। শচীন বাবুর মাসিক আয় ২৮০০ টাকা। এ ছাড়ও মাসে আরও ১৮০ টাকা টিউশনি করে তিনি আয় করেন। তার দশমাংশ কত হবে টিক্ (√) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) ২৮০ টাকা
খ) ২৯০ টাকা
গ) ২৯৮ টাকা
ঘ) ৩০০ টাকা

১৩। বা দিকে দশমাংশ ও উপহার সম্পর্কে কয়েকটি উক্তি দেওয়া হোল। ডান দিকে কতকগুলি পদ আছে, উক্তিগুলির সাথে মিল দেখান।

.....ক) যারা দশমাংশ দেয়, ঈশ্বরের আশীর্বাদ তারা অবশ্যই পাবে।	১। আদি পুস্তক ১৪ ঃ ২০
.....খ) দশমাংশ দেবার যে নিয়ম, সেই অনুসারে প্রেরিত পৌল মণ্ডলীগুলোকে অর্থ সংগ্রহ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।	২। আদি পুস্তক ২৮ ঃ ২২
.....গ) অব্রাম দশমাংশ দিয়েছিলেন।	৩। মালাখি ৩ ঃ ১০
.....ঘ) যাকোব দশমাংশ দিতে ঈশ্বরের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।	৪। মথি ২৩ ঃ ২৩
.....ঙ) যীশু দশমাংশ দেওয়ার বিষয় সমর্থন করেছেন।	৫। ১ করিন্থীয় ১৬ ঃ ১-২

১৪। ২ করিন্থীয় ৯ ঃ ৬-১৫ পদ পড়ুন। খুশী মনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কিছু দিলে কি কি ফল হয়, সেগুলোর একটি তালিকা আপনার নোট বই'এ লিখে রাখুন।

বুদ্ধি-বিবেচনার সাথে টাকা-পয়সা খরচ করা ঃ

লক্ষ্য ৬ ঃ যারা বুদ্ধি-বিবেচনার সাথে টাকা-পয়সা খরচ করার নীতি পালন করছে, এমন কয়েকজনের উদাহরণ বেছে নিতে পারা।

সম্ভব হলে সব সময় নগদ টাকায় জিনিষ-পত্র কিনতে হবে ঃ

অনেকেই দোকানে বাকীতে সওদা করে থাকে এবং দোকানদার নিজে বাকী মালের হিসাব রাখে। নগদ টাকা না পেয়ে বাকীতে বিক্রী করে বলে দোকানদার সব মালের দর বেশী করে লিখে রাখে। এভাবে যখন অনেক টাকা হয়ে যায়, তখন টাকা একসাথে দেওয়া খুব কষ্টকর হয়। এভাবে চলতে থাকলে কিছুদিন পর নানা প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। হামেশাই এগুলো ঘটছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে বাকীতে কেনার জন্য অতিরিক্ত দাম দিতে হয়। আবার অনেক সময়ে টাকার অংক বেশী হওয়ায়, পরিশোধ না করতে পারার জন্য অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। সুতরাং সম্ভব হলে সব সময় নগদ টাকায় জিনিষপত্র কেনা উচিত।

ঋণ না করে চলতে পারা ঃ

বাইবেলের শিক্ষা—কারো কাছে আমরা যেন ঋণী না থাকি (রোমীয় ১৩ ঃ ১৮)। এটি একটি বিরাট সত্য। টাকা-পয়সার প্রয়োজন থাকলে কারো কাছ থেকে ধার করে খুব সহজেই সমস্যার সমাধান করা যায় বলে মনে হয়, কিন্তু এটা মানুষকে দুরারোগ্য ব্যধির মত পেয়ে বসে, ধার করতে করতে তা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। বন্ধুদের কাছ থেকে ধার করে ঠিক সময়ে শোধ করতে না পারলে তাতে নিজেকে ছোট বলে মনে হয়, লজ্জায় বন্ধুদের এড়িয়ে চলতে বাধ্য হতে হয়—ফলে অনেক বন্ধুকে হারাতে হয়—সামাজিক ও মাণ্ডলীক জীবনও হয়ে যায় সংকীর্ণ। যেমন—বন্ধুদের ধার-দেনা শোধ করতে না পারার জন্য লজ্জায় অনেকে মণ্ডলীর সভায় বা গির্জায়ও যায়না—সেখানে তাদের সাথে দেখা হবে তাই। তাই প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রয়োজন জানানোই সবচেয়ে ভাল। তিনি অবশ্যই আমাদের প্রয়োজনীয় খাবার ও জিনিষ-পত্র দিয়ে প্রতিপালন করবেন।

আমাদের সমস্ত দায়-দেনা সময় মত শোধ করে দিতে হবে। যদি কোন কারণে তা সম্ভব না হয়, যার কাছে দেনা আছেন, তার সাথে দেখা করে আপনার কথা তাকে জানান। সে নিশ্চয়ই আপনার সমস্যা বুঝতে পারবে ও ধার শোধ করতে আরও সময় দেবে। অর্থাৎ তার

কাছে আপনাকে ছোট হতে হবেনা বরং আগের মতই সম্মানিত থাকবেন ও সে আপনাকে একজন দায়িত্বশীল লোক বলে মনে করবে।

১৫। কারো কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করে যদি ঠিক সময়ে শোধ করতে না পারেন, তাহলে আপনার কি করা উচিত ?

.....

প্রথমে প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র কিনতে হবে ঃ

খরচ করার আগে কোন্‌টি প্রথমে প্রয়োজন, তা চিন্তা করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ—প্রয়োজনীয় জিনিষ বাদ দিয়ে বিলাস দ্রব্য কিনে টাকা নষ্ট করা কি উচিত ? যার মাসিক আয় ও ব্যয় প্রায় সমান, সে মাইনে পেয়ে প্রথমেই যদি একটা রেডিও কেনে তাহলে বাকী টাকায় তার সংসার কিভাবে চলবে ? ঘর-ভাড়া, বাচ্চার দুধ, খাবার, এগুলো কিভাবে চলবে ? তাই প্রথমে প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র কিনতে হবে।

ব্যয় কমিয়ে চলতে পারা ঃ

কোন কিছু কিনে নেওয়ার আগে অবশ্যই দাম জেনে নিতে হবে। বাসা বা বাড়ীর কাছের দোকানে যে জিনিষের দাম দশ টাকা—একটু হেটে বাজারে গেলে আট টাকায় যদি তা কেনা যায়, তাহলে তাই করতে হবে। অবশ্য দর কষাকষি করেও আমরা একটু কম দামে কিনতে পারি। তবে সস্তা কিনতে গিয়ে খারাপ জিনিষ কিনলে কোন লাভ নাই।

এ ছাড়াও আমাদের যা কিছু আছে সেগুলো ঠিকমত যত্ন নেওয়া ও ব্যবহার করা উচিত। কাপড়-চোপড়, আসবাব-পত্র ইত্যাদির যত্ন নিতে হবে, যাতে এগুলো অনেক দিন পর্যন্ত চলে। প্রয়োজন ছাড়া বাতি জ্বালিয়ে কেরোসিন পোড়ানো বা লাইট জ্বালিয়ে বিদ্যুৎ খরচ করা উচিত না। এতে শুধু টাকার অপচয় করাই হয়। জলের অপচয় করা উচিত না।

গৃহিনীরা ঠিকমত রান্না করে সংসারের খরচা কমাতে পারে, যাতে কিছু নষ্ট না যায়। অতিরিক্ত রান্না খাবার পরের বেলার জন্য তুলে রেখে বা গরীব প্রতিবেশীকে দিয়েও সাহায্য করতে পারে। যীশুর রুটি ও মাছ ভাগ করার উদাহরণ এ প্রসংগে আমাদের জন্য একটি চমৎকার শিক্ষা (যোহন ৬ ঃ ১২-১৩)।

১৬। বুদ্ধি-বিবেচনার সাথে টাকা খরচের যে সকল নীতি এই পাঠে আলোচনা করা হয়েছে—নীচের কোন উদাহরণ গুলোতে সেগুলো অনুসরণ করা হয়েছে টিক্ (✓) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) সবাই মোটামুটি ভালভাবে খেতে পারে এমনিভাবে বুদ্ধি করে মেরী রান্না করে থাকে।

খ) সমীরের কাছ থেকে পিন্টু কিছু টাকা ধার নেয়। পিন্টু টাকা শোধ করতে পারছেনা, তাই সে সমীরকে এড়িয়ে চলে। গির্জায় যাওয়াও পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছে—কারণ সমীরের সাথে সেখানে তার দেখা হতে পারে।

গ) সুশান্ত বাবু বাচ্চার জন্য কাপড় কিনতে বাজারে গিয়ে প্রথম যে দোকানে ঢুকলেন সেখান থেকেই কাপড় কিনে নিলেন।

ঘ) সাধনের একটা রেডিও দরকার। প্রতি মাসের প্রথমে সে প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র কিনে নেয়-তারপর বাকী টাকা থেকে কিছু কিছু জমিয়ে কয়েক মাস পরে সে একটা রেডিও কিনল।

পরীক্ষা-৭

১। অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে বাইবেল অনুসারে নীচের যে সকল উক্তির সাথে আপনি একমত সেগুলোত পাশে টিক্ (✓) চিহ্ন বসান।

ক) ধনীদের পক্ষে স্বর্গরাজ্যে যাওয়া সম্ভব নয়।

খ) রাজা দাউদ বলেছেন, ঈশ্বরকে তিনি তার নিজের সম্পদ থেকে দিয়েছেন।

গ) অন্যদের জন্য আমরা যা করি, তা স্বর্গে জমা হয়।

ঘ) এই জগতের সমস্ত ধন-সম্পদ ঈশ্বরের, কিন্তু ঈশ্বর জায়গা-জমিগুলি মানুষকে দিয়েছেন।

ঙ) যারা নিজেদের জন্য অর্থ-সম্পদ জমা করে, তারা বোকার মত কাজ করে।

২। বা দিকের উক্তিগুলোর সাথে ডান দিকের মনোভাবের মিল দেখান।

..... ক) এই মনোভাব হোল সব সময় আরও বেশী চাই। (১) লোভ

.....খ) এই মনোভাব মূর্তি পূজার মত। (২) দুশ্চিন্তা

.....গ) মথি ৬ ঃ ২৫-৩৪ পদে যীশু কতগুলো কারণ দেখিয়েছেন যে, কেন আমাদের এ ধরনের মনোভাব থাকা উচিত না।

.....ঘ) ১ পিতর ৫ ঃ ৭ পদ পড়ে আমরা জানতে পারি, কেন আমাদের এই মনোভাব থাকবেনা।

৩। নীচের উদাহরণগুলোর মধ্যে যেগুলোতে বাইবেলের শিক্ষা অনুসারে অর্থ-সম্পদের প্রতি সঠিক মনোভাব আছে সেগুলির পাশে টিক্ (√) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) সমীর বাবুর যদিও প্রয়োজনীয় সব কিছু আছে তবুও তিনি খুশী নন—তার আরও বেশী চাই।

খ) সুশান্ত বাবুর মাইনে খুব কম। তবুও এর মধ্যে দিয়ে তিনি চলেন। তার এই সামান্য বেতনের জন্যও তিনি সুখী।

গ) মনির খুব কম অর্থ-সম্পদ আছে–তাই কাউকে কিছু দিতে সে চায় না।

৪। বাইবেলের শিক্ষা অনুসারে টাকা-পয়সা আয়ের নিচের উক্তিগুলোর সাথে আপনি নিশ্চয়ই একমত নন। কেন নন—বাইবেলের যে পদে এ বিষয় বলা হয়েছে, ডান দিকের খালি জায়গায় সেই পদগুলো উল্লেখ করুন।

ক) খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষদের লাভ করার চেষ্টা করা উচিত না। .....

খ) কিভাবে টাকা আয় করি তা এমন কোন ব্যাপারই নয়—যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে সেই টাকা ব্যয় করা হয়। .....

গ) ধনীদের কাছ থেকে জোর করে অর্থ-সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া সৎলোকদের পক্ষে অন্যায় নয়। .....

ঘ) যদি কেউ কাজ করতে না চায়-অন্যদের তাকে খাইয়ে পড়িয়ে বাঁচিয়ে রাখা উচিত। .....

ঙ) ঈশ্বরের আশীর্বাদগুলি সবসময় আধ্যাত্মিক প্রকৃতির, সুতরাং এ জগতের অর্থ-সম্পদগুলি কখনও ঈশ্বরের আশীর্বাদ হতে পারে না। .....

৫। নীহার বাবু বাড়ীর জন্য বেশ কিছু আসবাব-পত্র কিনতে চান। কিন্তু একসাথে এত টাকা দেবার সামর্থ তার নেই। বুদ্ধি-বিবেচনার সাথে টাকা ব্যয় করবার যে নীতিগুলি এই পাঠে আলোচনা করা হয়েছে, সেইভাবে যদি তিনি কিনতে চান তাহলে তাকে ঃ

ক) এক বন্ধুর কাছ থেকে বেশ কিছু টাকা ধার করতে হবে।

খ) দোকানে বেশ কিছু টাকা বাকী রেখে সব আসবাব-পত্র একসাথে কিনে নিতে হবে।

গ) নগদ টাকার মধ্যে তিনি যা কিনতে পারেন, কেবল সেগুলো তাকে কিনতে হবে।

ঘ) বিপদের সময়ে কাজে লাগাবার জন্য যে টাকা জমা রেখেছিলেন, তাই দিয়ে সব আসবাব-পত্র কিনতে হবে।

৬। মনে করুন ৫ নম্বর প্রশ্নে নীহার বাবু সিদ্ধান্ত নিলেন যে "বন্ধুর কাছ থেকে বেশ কিছু টাকা ধার করে-সব আসবাব-পত্র কিন নেবেন।" সিদ্ধান্তটি বুদ্ধি বিবেচনার সাথে টাকা ব্যয় করবার কোন্ নীতির বিরুদ্ধে—

ক) সম্ভব হলে সব সময় নগদ টাকায় জিনিষ-পত্র কিনতে হবে।

খ) ঋণ না করে চলতে পারা।

গ) প্রথমে প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র কিনতে হবে।

ঘ) ব্যয় কমিয়ে চলতে পারা।

★★★

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলির উত্তর ঃ

(উত্তরগুলো ধারাবাহিক নয়)

৯। খ) মিন্টু
গ) খোকন

১। এগুলো কিছুই আমাদের নয়—সবই ঈশ্বরের।

১০। আপনার নিজের উত্তর। আয়ের চেয়ে কি আপনার ব্যয় বেশী ? যদি তাই হয় তবে এমন কোন ব্যয় কি আছে, সেটা কমান সম্ভব ?

২। খ) লিলি।
ঘ) যোয়েল।

১১। অব্রাহামের সময়েই দশমাংশ দেওয়ার উল্লেখ বাইবেলে প্রথম পাওয়া যায়।

৩। কেননা মানুষের আসল জীবন এ জগতের ধন-সম্পদের মধ্যে নয়।

১২। ঘ) ৩০০ টাকা- উত্তরটি সঠিক। গ) উত্তরটিকে বেছে নিলেও টাকার সংখ্যা ঠিক হোত। (এখানে দশমাংশের সঠিক পরিমাণ ২৯৮'০০ টাকা। এই পাঠে এটাই বোঝান হয়েছে যে খুচরা অংশটিকে যেন আমরা পুরা ধরে নিই। যদি কোথাও দশমাংশের পরিমাণ ৫২'৬০ টাকা হয়, তবে তাকে ৫৩'০০ বলে ধরে নিতে হবে।)

৪। কেননা ঈশ্বরই আমাদের প্রতিপালন করেন।

১৩। ক- ৩) মালাখি ৩ ঃ ১০।
খ- ৫) ১ করিন্থীয় ১৬ ঃ ১-২।
গ- ১) আদিপুস্তক ১৪ ঃ ২০।
ঘ- ২) আদিপুস্তক ২৮ ঃ ২২।
ঙ- ৪) মথি ২৩ ঃ ২৩।

৫। সম্ভবত নোট বই'এ লিখেছেন যে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আপনার অর্থ-সম্পদ, সময় ও যোগ্যতা দিয়ে আপনার দানশীলতা দেখাতে পারেন।

১৪। আপনার উত্তরে নীচের বিষয়গুলো থাকতে হবে ঃ

ক) প্রয়োজনীয় সব কিছুই আমরা পাবো (৮-১০ পদে)।

খ) ঈশ্বর আমাদের প্রচুর পরিমানে দেবেন যেন আমরা সব সময়ে খোলা হাতে অন্যদের দিতে পারি (১১ পদে)।

গ) আমাদের দানের জন্য আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেব (১১ ও ১২ পদে)।

ঘ) তাতে ঈশ্বরের ধন্যবাদ প্রশংসা হবে (১৩ পদে)।

ঙ) অন্যেরা আপনার দানের দ্বারা আশীর্বাদ পেয়েছে, তার জন্য তারাও সমস্ত অন্তর দিয়ে আপনার জন্য প্রার্থনা করবে (১৪ পদে)।

৬। গ) "যীশু আমাদের এই জগতের ধন-সম্পদ পাওয়ার জন্য বেশী চিন্তা-ভাবনা করতে নিষেধ করেছেন।"

ঙ) "গরীবদের পক্ষেও দানশীল হওয়া সম্ভব।"

১৫। তার সাথে দেখা করে তাকে নিজের অবস্থা বুঝিয়ে বলতে হবে।

৭। ক) ভিন্নমত—১ তীমথিয় ৬ ঃ ৯ (কেননা গরীবরাও ধনী হতে চায়।)

খ) ভিন্নমত—১ তীমথিয় ৬ ঃ ১০ (টাকা-পয়সা সমস্ত পাপের উৎস নয় কিন্তু টাকা-পয়সার প্রতি অতিরিক্ত ভালবাসাই সমস্ত পাপের উৎস)।

গ) একমত—মথি ৬ ঃ ২৫-৩৪।

ঘ) ভিন্নমত—প্রেরিত ২ ঃ ৪৫ ; ৪ ঃ ৩৪-৩৭ ; এবং ২ করিন্থীয় ৮ ঃ ১-৩ (যথেষ্ট অর্থ-সম্পদের উপর নয় কিন্তু এইগুলোর প্রতি আমাদের মনোভাব, ও কিভাবে এগুলো ব্যবহার করি তার উপর)।

ঙ) একমত—লূক ২১ ঃ ২-৪ ; ২ করিন্থীয় ৮ ঃ ১-৩।

১৬। ক) মেরী।

খ) সাধন।

৮। এই তিনটির যে কোন একটি আপনার উত্তর হতে পারে ঃ ঈশ্বরের কাজের জন্য দিয়ে, অভাবীদের সাহায্য করে ও নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে, আমাদের অর্থ-সম্পদ ঈশ্বরের আশীর্বাদযুক্ত হতে পারে।